بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাপূর্ণ সাহাবা হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ আনসারী এবং হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ রেজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাঈনদের জীবনের ঈমান উদ্দীপক ঘটনার হৃদয় স্পর্শী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২৭ জুলাই ২০১৮-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূ র আনোয়ার (আই.) বলেন:

সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আজকে আমি দু'জন সাহাবীর কথা স্মরণ করব। প্রথমজন হলেন হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ আনসারী (রা.)। তিনি বনু জাহজাবা গোত্রের সদস্য ছিলেন। হিজরত করে মদীনায় আসার পর রসূলে করীম (সা.) হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ (রা.) এবং হযরত তোফায়েল বিন হারেস (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত যু বায়ের বিন আল আউওয়াম (রা.), হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ এবং হযরত আবু সিরাহ বিন আবি রুহম যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন তারা হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদের ঘরে অবস্থান করেন। হযরত মুনযির (রা.) বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর বি'রে মাউনার ঘটনায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। হযরত মুনযির (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনা "সীরাত খাতামান নবীঈন" পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা হল, রসূলে করীম (সা.) ৪ হিজরী সনের সফর মাসে হযরত মুনযির বিন আমর আনসারীর নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি জামা'ত পাঠিয়ে দেন, যাদের বেশির ভাগই আনসার ছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন আর তাঁদের সকলেই ছিলেন ক্বারী অর্থাৎ কুরআন মুখস্ত করেছিলেন, তাঁরা সকলেই যখন সেই স্থানে পৌঁছেন যা একটি কূপের কারণে বি'রে মাউনা নামে বিখ্যাত ছিল, তাঁদের মধ্য থেকে হযরত হারাম বিন মিলহান যিনি আনাস বিন মালেকের মামা ছিলেন তিনি মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে আমের গোত্রের নেতা আবু বরা আমেরের ভাতিজা আমের বিন তোফায়েলের কাছে অগ্রদূত হিসেবে যান। বাকী সাহাবারা পিছনে ছিলেন। হযরত হারাম বিন মিলহান মহানবী (সা.)-এর দূত হিসেবে যখন হযরত আমের বিন তোফায়েল এবং তার সাথীদের কাছে পৌঁছলে তারা প্রথম দিকে কপটতাপূর্ণ যত্ন-খাতির করে। এতে এই ইসলাম প্রচারক যখন আশ্বস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করেন এবং ইসলামের তবলীগ আরম্ভ করেন তখন তাদের কতক দুষ্কৃতকারী কোন ব্যক্তির দিকে ইশারা করে আর নির্দোষ সেই দূতকে পিছন দিক থেকে বর্ষা মেরে সেখানেই হত্যা করে। এমন মুহূর্তে হযরত হারাম বিন মিলহানের পবিত্র ঠোঁটে এই শব্দই ছিল যে, 'আল্লাহু আকবার, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা" অর্থাৎ আল্লাহু আকবার, কাবার প্রভুর কসম, আমি আমার লক্ষ্য অর্জন করেছি। আমের বিন তোফায়েল রসূলে করীম (সা.)-এর দূতকে হত্যা করেই ক্ষান্ত দেয় নি বরং মুসলমানদের অবশিষ্ট লোকদের ওপর হামলা করতে বনু আমের গোত্রের লোকদেরকে প্ররোচিত করে কিন্তু এতে তারা অস্বীকার করে। বরং বনু সালিম গোত্রের বনু রিল, যাকওয়ান এবং উসিয়া ইত্যাদিকে তারা সাথে করে নিয়ে যায় আর পরবর্তীতে এরা সবাই মুসলমানদের এই স্বল্প সংখ্যক এবং অসহায় জামা'তের ওপর হামলা করে বসে। তারা কোন কথার প্রতি কর্ণপাত না করে সবাইকে হত্যা করে। এইসব সাহাবীদের মাঝে কেবল হযরত কা'ব বিন যায়েদ রক্ষা পেয়েছিলেন। সাহাবীদের এই দলটির মাঝে দু'ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আমের বিন উমাইয়া যামরী এবং হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ তখন উট বা গবাদিপশু চরানোর জন্য দল থেকে পৃথক ছিলেন। যখন তাঁরা ফিরে এসে এই দৃশ্য অবলোকন করেন। তারা বলেন যেখানে আমাদের আমীর মুনযির বিন আমর শহীদ হয়েছেন সেখানে আমরা যুদ্ধ করব। সুতরাং তিনি এগিয়ে যান এবং যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, দ্বিতীয় সাহাবী হলেন হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ, তাঁর সম্পর্ক লাখাম গোত্রের সাথে। হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ বনু আসাদের মিত্র ছিলেন। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ, হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ ইয়ামানের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। হযরত আসেম বিন উমর বর্ণনা করেন হযরত হাতেব

বিন আবি বালতা এবং তার দাস সা'দ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর উভয়ে হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ বিন আকবীর কাছে অবস্থান করেন। হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ মহানবী (সা.)-এর সাথে বদর, উহুদ, খন্দক সহ সব যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। রসূলে করীম (সা.) তাঁকে একটা তবলীগি পত্রসহ আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মকুকা সের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত হাতেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর তীরন্দাজদের একজন ছিলেন। এটিও বলা হয় যে, অজ্ঞতার যুগে কুরাইশের সর্বোত্তম অশ্বারোহী এবং কবিদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ। কেউ কেউ বলেন যে, হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ উবায়তুল্লা বিন হামিদের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তাঁর প্রভুর সাথে চুক্তি করে স্বাধীনতা অর্জন করেন আর এই চুক্তির মূল্য তিনি মক্কা বিজয়ের দিন তার প্রভুকে প্রদান করেন। হযরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, আমার কাছে বিয়ের যে প্রস্তাব মহানবী (সা.) পাঠিয়েছিলেন (তার স্বামীর ইন্তেকালের পর) তা হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহর মাধ্যমেই পাঠিয়েছিলেন। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আনাস বিন মালেক হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহর কাছে শুনেছেন, তিনি বলতেন, মহানবী (সা.) ওহুদের দিন তাঁর রক্তাক্ত চেহারা পানি দ্বারা ধৌত করছিলেন এতে মহানবী (সা.)-কে হযরত হাতেব জিজ্ঞেস করেন, আপনার সাথে এমনটি কে করেছে? মহানবী (সা.) বলেন, উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস আমার চেহারায় পাথর মেরেছে। হযরত হাতেব বলেন, আমি এই আওয়াজ পাহাড়ে শুনেছিলাম যে, মহানবী (সা.)-কে হত্যা করা হয়েছে আর সেই আওয়াজ শুনেই আমি এমন অবস্থায় এখানে এসেছি যেন আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে আর আমার এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার দেহের সব শক্তি হারিয়ে গেছে। হযরত হাতেব মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, উতবা কোথায়? তিনি (সা.) এক দিকে ইঙ্গিত করেন যে এদিকে রয়েছে। হযরত হাতেব সেদিকে যান, সে কোথাও আত্মগোপন করেছিল, তারপরও তিনি তাকে পরাস্ত করতে সফল হন। এরপর হযরত হাতেব তরবারীর আঘাতে তার শিরোচ্ছেদ করেন। এরপর তিনি তার মাথা এবং তার বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম এবং ঘোড়াকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.)-সেইসব সাজসরঞ্জাম হযরত হাতেবকে দিয়ে দেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।" এ কথা তিনি (সা.)দু'বার উচ্চারণ করেন।

হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহর ইন্তেকাল ৬৫ বছর বয়সে মদিনায় ৩০ হিজরীতে হয়। হযরত উসমান (রা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। মিশরের গভর্ণর মকুকাসের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহর হাতে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। যে রোমান সম্রাটের অধীনে ও আলেকজান্দ্রীয়ার গভর্ণর অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে শাসক ছিল আর রোমান সম্রাটের ন্যায় মূসা (আ.)-এর অনুসারী ছিল। তার নিজের নাম ছিল জুরায়েয বিন মিনাহ, সে এবং তার প্রজাদের সম্পর্ক ছিল কিবতী জাতির সাথে।

পত্রের বিষয়বস্তু এই ছিল : "আমি আল্লাহ্র না মে আরম্ভ করছি, যিনি অযাচিত দানকারী আর আমলের বা কর্মের সর্বত্তোম প্রতিদানকারী। এই পত্র খোদার বান্দা মোহাম্মদ এবং তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কিবতীদের প্রধান মকুকাসের নামে প্রেরিত হচ্ছে। সেই ব্যক্তির প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক যে হেদায়েত অনু সরণ করে। হে মিশরের গভর্ণর! ইসলামের হেদায়তের দিকে আপনাকে আহ্বান করছি, ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্ প্রদত্ত শান্তিকে গ্রহণ কর, কেননা এটিই একমাত্র মুক্তির পথ। আল্লাহ্ তা'লা আপনা কে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। কিন্তু আপনি যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আপনার নিজের পাপের পাশাপাশি কিবতীদের পাপও আপনার স্কন্ধে বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! সেই বাণীর দিকে ফিরে আস যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে সমান, অর্থাৎ এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কা রো আমরা ইবাদত করবো না আর আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবো না আর আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্য হতে কাউকে প্রভু এবং অভাব মোচনকারী জ্ঞান করব না। এরপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও যে তোমরা স্বাক্ষী থাক যে, আমরা তো অবশ্যই এক আল্লাহ্র অনু গত বান্দা।"

মকুকাস পত্র পাঠ করেন এবং হাতেব বিন আবি বালতাহকে সম্বোধন করে কিছুটা রসিকতার ছলে বলেন, যদি তোমাদের এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সত্যিই আল্লাহ্র নবী হয়ে থাকেন তাহলে এই পত্র পাঠানোর পরিবর্তে তিনি আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে কেন এই দোয়া করে নি যে, আল্লাহ্ তাকে যেন আমার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করেন অর্থাৎ রসূলুল্লাহকে সেই গভর্ণরের বিরুদ্ধে কেন জয়যুক্ত করেন না। এতে হযরত হাতেব (রা.) উত্তর দেন যে, তোমার আপত্তি যদি বৈধ হয় তাহলে এই আপত্তি হযরত ঈসার বিরুদ্ধেও বর্তায় অর্থাৎ তিনি তাঁর বিরোধীদের বিরুদ্ধে এ ধরণের দোয়া কেন করেন নি? অতপর মকুকাসকে নসিহত করতে গিয়ে হযরত হাতেব (রা.) বলেন,

আপনি ঠাণ্ডা মাথায় এ পত্রটি নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তা করুন, কেননা এর পূর্বেই আপনার এই দেশ মিশরেই এমন এক ব্যক্তি অর্থাৎ ফেরাউন অতিবাহিত হয়েছে, যে এই দাবি করত যে, সে-ই সারা পৃথিবীর লালন-পালনকারী এবং সর্বোচ্চ শাসক। তখন আল্লাহ্ তা'লা তা কে এমনভাবে ধৃত করেন যে, সে পূর্বাপর সকলের জন্য শিক্ষনীয় নিদর্শন হয়ে যায়। অতএব, আমি আন্তরিকভাবে আপনাকে নসীহত করব যে, অন্যদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করুন আর এমনটি যেন না হয় যে, আপনার পরিণতি দেখে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। বাদশাহ যখন দেখেন যে, এই দূত বড় বীরত্বে র সাথে কথা বলছেন, তখন গভর্ণর বলেন, সত্য কথা হল, আমরা পূর্ব থেকেই একটা ধর্মে র ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই যতক্ষণ এর চেয়ে উত্তম ধর্ম না পাব এটি আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না অর্থাৎ খ্রিষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারি না। হযরত হাতেব (রা.) উত্তর দেন যে, ইসলাম সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম যা অন্য সকল ধর্মের মুখাপেক্ষিতার অবসান ঘটায়, এটি শেষ ধর্ম আর সব ধর্ম এতে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ইসলাম আপনাকে হযরত ঈসা (আ.)এর ওপর ঈমান আনতে বাধা দেয় না বরং সকল সত্য নবীর প্রতি ঈমান আনয়নের নসীহত করে। যেভাবে হযরত মূসা হযরত ঈসার সংবাদ দিয়েছিলেন একইভাবে হযরত মূসা আমাদের নবী মুহাম্মদ-এর আগমনের শুভসংবাদ দেন। এই উত্তর শুনে মকুকাস কিছুটা চিন্তায় পড়ে যান এবং কথা বলা বন্ধ করে দেন। এরপর অন্য এক অধিবেশনে যেখানে বড় বড় কিছু পাদ্রিও উপস্থিত ছিল সেখানে মকুকাস হযরত হাতেবকে পুনরায় বলেন যে, আমি শুনেছি তোমাদের নবী স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তিনি তখন বহিষ্কারকারীদেরকে অভিশাপ কেন দেন নি? হযরত হাতেব এ কথা শুনেন আর গভর্ণরকে উত্তর দেন যে, আমাদের নবী তো স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত হতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু আপনাদের মসীহ্কে তো ইহুদীরা ধরে ক্রুশে ঝুলিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি তাদেরকে অভিশাপ দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করতে পারেন নি। বাদশাহ উত্তর শুনে প্রভাবিত হয়ে বলতে লাগলেন যে, নিঃসন্দেহে তুমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ আর এক প্রজ্ঞাবান মানুষের পক্ষ থেকে দূত হয়ে এসেছো।

এরপর মকুকাস তার আরবী ভাষী এক লিপিকারকে ডাকেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নামে উত্তর পত্র লিখেন। এই পত্র থেকে বুঝা যায় যে, মিশরের বাদশাহ মকুকাস রসূলে করীম (সা.)-এর দূতের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করেছে আর মহানবী (সা.)-এর দাবিতে কিছুটা আগ্রহও দেখিয়েছেন। যাহোক, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মকুকাসকে যে পত্র লেখা হয়েছিল, সেই পত্র সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যে কথা বর্ণনা করেছেন তা হল- রোমের বাদশাহকে যা লেখা হয়েছিল এটিও হুবহু সেই ধরণেরই পত্র এবং যার শব্দ একই ছিল। দুটির মাঝে পার্থক্য শুধু এতটুকু, তাতে লেখা ছিল তুমি যদি না মান তাহলে রোমীয় সাধারণ মানুষের পাপও তোমার কাধে বর্তাবে আর এতে লেখা ছিল, কিবতীদের পাপের বোঝা তোমার ওপর বর্তাবে। হযরত হাতেব (রা.) যখন মিশর পৌঁছেন, তখন মকুকাস রাজধানীতে ছিলেন না বরং আলেকজান্দ্রিয়ায় ছি লেন।

হাতেব আলেকজান্দ্রিয়ায় যান, যেখানে বাদশাহ সমুদ্র তীরে এক সভা ডেকেছিলেন। হাতেবও সেই স্থানে পৌঁছেন, চতুর্পাশে যেহেতু পাহারা ছিল, দূর থেকে পত্র উঁচিয়ে তিনি আওয়াজ দেওয়া শুরু করলে বাদশাহ নির্দেশ দেন যে, এই ব্যক্তিকে আসতে দেওয়া হোক এবং তার দরবারে যেন উপস্থাপন করা হয়। এরা এমন মানুষ ছিলেন, যারা বড় বীরত্বের সাথে এবং প্র জ্ঞার সাথে তবলীগের দায়িত্ব পালন করতেন, কেউ শাসক হোক বা গভর্ণর বা বাদশাই হোক না কেন, কখনও কারো সামনে ভয় পেতেন না।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ একটি পত্রের মাধ্যমে মক্কাসীদেরকে আঁ হযরত (সা.) এর সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কা যাত্রার খবর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং মক্কার কুরাইশদের উদ্দেশ্যে এমনই একটি পত্র এক মহিলার হাতে পাঠান। এই খবর আল্লাহতা'লা আঁ হযরত (সা.)-কে দেন আর তিনি হযরত আলী (রা.)-এর সঙ্গে কিছু সাহবাকে-প্রেরণ করেন আর তারা ঐ পত্র সহ মহিলাকে আঁ হযরত (সা.)-এর সামনে হাজির করেন। মহানবী (সা.) হযরত হাতেবকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন হাতেব এটি কি? তিনি বলেন, আমি অস্বীকার বা ধর্ম পরিত্যাগের বশবর্তী হয়ে এমনটি করি নি বরং আত্মীয়দের অনুগ্রহের বদলা চুকাতে স্বরূপ লিখেছিলাম। এটি শুনে মহানবী (সা.) বলেন যে, তুমি সত্য বলেছ। আর তাকে মাফ করে দেন।

হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত হাতেব (রা.)-কে মিশরে মকুকাসের কাছে পাঠিয়েছিলেন আরেকটি চুক্তি করার জন্য যা হযরত আমের বিন আস-এর মিশর অভিযান পর্যন্ত উভয় পক্ষের মাঝে এ শান্তিচুক্তি বলবৎ ছিল।

হযরত হাতেব (রা.) সম্পর্কে এসেছে, হযরত হাতেব (রা.) সুন্দর দেহের অধিকারী ছিলেন, হালকা শ্মশ্রুবিশিষ্ট

ছিলেন, মাথা কিছুটা ঝুকিয়ে রাখতেন আর কিছু টা খাটো আর তার হাতের আঙ্গুল ছিল মোটা।
হযরত ইয়াকুব বিন উতবার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ (রা.) নিজের মৃত্যুর দিন ৪ হাজার দিরহাম এবং দিনার রেখে গেছেন। তিনি খাদ্যশস্য, ইত্যাদির ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর সম্পত্তি মদীনায় রেখে গেছেন। হযরত যাবেরের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত হাতেবের ক্রীতদাস মহানবী (সা.)-এর কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসে। ক্রীতদাস বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! হাতেব অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। (কোন বকাঝকা হয়তো তাকে করে থাকবেন) তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছো, সে আদৌ জাহান্নামে যাবে না, কেননা সে বদর এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিল।
হযরত উমর (রা.) একবার মদীনার বাজারে ঘোরাফেরাকালে তিনি লক্ষ্য করেন, এক ব্যক্তি (অর্থাৎ হাতেব বিন আবি বালতাহ) আল মুসল্লা নামক বাজারে দুই বস্তা শুষ্ক আঙ্গুর নিয়ে বসে আছেন। (কোন কোন জায়গায় শুষ্ক আঙ্গুর বা কিসমিস লেখা রয়েছে।) হযরত উমর (রা.) তার কাছে এর মূল্য জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, দুই মুদের দাম হল এক দিরহাম। এই মূল্য যা ছিল তা বাজারের সাধারণ মূল্যমানের চেয়ে সস্তা। এতে হযরত উমর (রা.) তাকে ঘরে গিয়ে বিক্রি করার নির্দেশ দেন, কারণ এটি অনেক সস্তা ছিল আর বাজারে এত সস্তা মূল্যে তিনি বিক্রি করতে দেবেন না, কেননা এর ফলে বাজারমূল্য প্রভাবিত হবে আর বাজারমূল্য সম্পর্কে মানুষের কুধারণা সৃষ্টি হবে।
ফিকাহবিদরা হযরত উমরের মতামতকে একটি নির্ভরযোগ্য সনদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা লিখেছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল বাজারে বিভিন্ন জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করা।
সরকারী ব্যবস্থাপনার অধীনে চারণক্ষেত্র এবং পানির জন্য কূপ খনন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। একবার মহানবী (সা.) হযরত হাতেবের মাধ্যমে এই কাজও করিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, বনূ মুসতালাক-এর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.) নাকী' নামক স্থান অতিক্রম করতে গিয়ে একটা বিস্তীর্ণ এলাকা এবং ঘাস দ্বারা পরিপূর্ণ দেখেন, সর্বত্র ছিল সবুজ শ্যামলের মেলা আর সেখানে অনেক কূপও ছিল, পানিও ভাল ছিল। তিনি (সা.) এসব কূপের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বলা হয়, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পানি তো খুবই উত্তম কিন্তু আমরা এই কূপের যখনই প্রশংসা করি পানি কমে যায় আর কূপের পানি নিচে নেমে যায়। এতে মহানবী (সা.) হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহকে একটি কূপ খননের নির্দেশ দেন। সেই সাথে তিনি (সা.) নাকীহ্‌র এই স্থানকে সরকারী চারণ ক্ষেত্রে রূপ দেওয়ার নির্দেশ দেন।
হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে "সীরাতুস সাহাবা" পুস্তকের লেখক লিখছেন, তিনি অনেক বেশি বিশ্বস্ত ছিলেন, তিনি অনুগ্রহকারী ছিলেন, পরিস্কার কথা বলতেন, এই ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি ছিলেন খুবই যত্নবান। মক্কা বিজয়ের সময় মুশরেকদের উদ্দেশ্যে যে পত্র লিখে সেই মহিলার হাতে পাঠিয়েছিলেন, যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা মূলত এসব প্রেরণারই প্রতিনিধিত্ব করে অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনের প্রতি যত্ন বান হওয়ার পরিচায়ক। সুতরাং মহানবী (সা.)-ও তার এ সদিচ্ছা এবং স্বচ্ছতা দেখে তাকে মার্জনা বা ক্ষমা করেন।
আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব সাহাবীর উন্নত বিশেষত্বের ধারক বাহক করুন এবং তাঁদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন। আমীন।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 27 JULY 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission , Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B